মুকুল

শ্রীমানদাচরণ দাশগুপ্ত

মুকুল

শ্রীমানদাচরণ দাশগুপ্ত

গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১১, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

 [মূল্য চার আনা

প্রকাশক—
শ্রীআশুতোষ ঘোষ, বি, এ।
গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
১১, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—এস, কে, দে
জগৎ সুহৃদ প্রেস,
কুমিল্লা।

ভূমিকা

স্কুল হইতে বাহির হইবার সময় আমাকে বড় বেগ পাইতে হইয়াছিল। সার্টিফিকেট্ আনিবই এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া সে যাত্রায় বড় খাটিতে হইয়াছিল। আর তার আগেই বা কি ? ফার্ষ্ট-ক্লাসে (1st class) উঠিতে না উঠিতেই কি চোট্ বাবা—। বেশী পড়িতাম না, কিন্তু তবুও যেন অন্য কাজের জন্য সময় করিয়া উঠিতে পারিতাম না। সে দুই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পাশ' করা ছাড়া আর কিছু হয় নাই। এ পুস্তকের প্রায় সর্ব্বাংশই তার পূর্ব্বের রচনা।

অনেক সময় আমার মনে হইত, এখনও মনে হয় এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম। এ প্রশ্নের মীমাংসা আমি সকল সময় করিয়া উঠিতে পারি না ; তবে এইমাত্র বলিতে পারি, সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার যাহা প্রয়োজন, অর্থাৎ জ্ঞান, শিক্ষা, বুদ্ধি এবং বিবেক প্রভৃতির অন্ততঃ একটীও এই ব্যঙ্গ এবং অন্যান্য কবিতার ভিতর দিয়া ফুটিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এটা যে কতদূর সত্য বোধ হয় এইবার তাহা বুঝিতে পারিব।

গ্রন্থকারদিগের প্রচলিত প্রথানুসারে পরিশেষে কাহাকেও ধন্যবাদ দেওয়ার নিয়ম আছে ; সুতরাং আমিও সে নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া বিশ্বস্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

কুমিল্লা
১৪ই এপ্রিল, ১৯২৮ ইং

বিনীত—
লেখক

মুকুল

সূচীপত্র

—·:—

মুকুল

বন্দনা

ঐ সমীরে ভেসে আসে তব গন্ধ,
প্রভাতে বেজে ওঠে
তব মধুছন্দ।

এ সে প্রিয়তম নীরব চরণে,
অতীত দাঁড়ালে অরুণ বরণে
তব অঞ্চল হ'তে পড়িছে ঝড়িয়া
তব আনন্দ।

তোমার চরণে স্নিগ্ধ শরণে,
ছুটিয়াছে ধরা তোমার বন্দনে
চরণে ঘেরিয়া নমিয়া নমিয়া
ফিরে রবিতারা চন্দ্র।

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা

১ম দৃশ্য।

ক্রীড়াভূমি

অর্জ্জুন। বাজি ধরিয়াছে অগ্রজ মম,
সর্ব্বাগ্রে বিঁধিবে বৃক্ষশাখে।
হাসি হাসি কহিনু তাহায়,—
ভ্রাতঃ! কিবা বাজি?
অগ্রজ তুমি, অবশ্য জিনিবে।—
বৃথা ভেট্।
উত্তরিলা ভ্রাতা মম
'তোরে নাকি দিয়াছে দীক্ষা
অগ্নিমন্ত্রে?
—দম্ভ পরিহরি,
চালাও অগ্নিশর—
ভ্রাতা তব হয়েছে অরি!'
বিস্ময় লাগিয়া গেল,—
চমকি চাহিনু গুরুদেব পানে

কহিনু তাহায়,—
গুরুদেব! কতখেলা শিখায়েছ
তুমি,
বাজি কভু না ধরিনু কা'র সনে।
ভয় হয়
পাছে রুষ্ট হন অগ্রজ মম।
উত্তরিলা গুরুদেব,
'কিবা ভয়?—পরীক্ষা
পরীক্ষা তরে—'
(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। শিখিয়াছ অস্ত্র খেলা।—
ভয় কিবা?
অজগর না আসিবে দংশিতে
তোমায়,
কিংবা,—নির্ম্মল আকাশ
না হানিবে বজ্র কভু!—
কোথা তব ভয়?
হাসি পায়—

অৰ্জ্জুন। ভ্রাতঃ!
ভয় কভু জানে না অৰ্জ্জুন।
যে ভয় করিনু পূর্ব্বে
কেটে গেল তাহা ;—
মুক্ত হইল চন্দ্র,—
রাহুগ্রাস হ'তে।—
আর নাহি ভয়।
ধর ধনুর্ব্বাণ—
ছুটে যাক্ বিদ্যুৎ চমকে যথা।

যুধিষ্ঠির। ধর বাণ,
হেলাভরে না ধরিয়ো কভু।
শুদ্ধ হস্তে ধর শর,
তর্জ্জনী ঠেকাইয়া কোদণ্ডে।
স্মর...ইষ্টদেবে...সখা তব।
জানি বালক পক্ষে অসম্ভব ইহা।
লহ আশীর্ব্বাদ।—নাহি ভয়।

অৰ্জ্জুন। স্মরিলাম ইষ্টদেবে। সখা মম
শির পাতি লইলাম আশীর্ব্বাদ ত
—নাহি ভয়।—চালাও শর।

যুধিষ্ঠির। --উত্তম (উভয়ের বাণ নিক্ষেপ)

... ...

সমান, সমান।

অর্জ্জুন। ভ্রাতঃ।

ছাড় বাণ,— এইবার হইবে

মীমাংসা।

যুধিষ্ঠির। উত্তম। (উভয়ে বাণ নিক্ষেপ

করিতে উদ্যত এমন সময় দ্রোণা-

চার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণাচার্য্য। ক্ষান্ত হ'ও বালকগণ।

(উভয়েই দ্রোণাচার্য্যের পদে

বাণ নিক্ষেপ করিয়া প্রণাম

করিল)

বীর বালকগণ! হও চিরজীবী।

রক্ষা কর পাণ্ডববংশের মর্য্যাদা

এই করি আশীর্ব্বাদ।

যুধিষ্ঠির। গুরুদেব!

দ্রোণাচার্য্য। ওকি বালক,—কেন হেরি তব
মলিন-বদন ?

যুধিষ্ঠির। মলিন বদন নহে গুরুদেব।
আশ্চর্য্য,—
শর চালনায় আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ
অর্জ্জুন।

দ্রোণাচার্য্য। ও সেই হেতু ? তোমা হ'তে
নহে যুধিষ্ঠির।—
অর্জ্জুন হইবে শ্রেষ্ঠ—
ত্রিভুবন হ'তে !

অর্জ্জুন। গুরুদেব !—
বড় স্পৃহা যুদ্ধ করিবারে।
কিন্তু গুরুদেব, খেদ মম
যুদ্ধ না ঘোষণা ক'রে কেহ ;—
ক্ষত্রিয় মোরা,—
ক্রীড়া করি কি কাটাইব
জীবন ?
না করিব যুদ্ধ কা'র সনে ?

দ্রোণাচার্য্য। বালক,—আশ্চর্য্য আমি,
দেখি তব স্পৃহা যুদ্ধ
করিবারে।
উপযুক্ত ক্ষত্রিয় নন্দন বটে।
শোন যুধিষ্ঠির,—শোন অর্জ্জুন,
এতকাল যাবত গুরু আমি,
শিখাইনু তোমা সবে,
না মাগিনু দক্ষিণা কভু,
কিন্তু এবে
চাহি গুরু-দক্ষিণা।
পাণ্ডু নন্দন
কর মম বাঞ্ছা পূরণ।

যুধিষ্ঠির। গুরুদেব!
বড় প্রীত হইনু তব কথা শুনি।
আজ মোদের বড় শুভদিন,
—দিব প্রাণভরি গুরু-দক্ষিণা
করিব গুরু-ঋণ শোধ।

অর্জ্জুন। ভ্রাতঃ !
করিবে গুরু-ঋণ শোধ ?
হেন আশা কভু না করিও।
কি ক্ষমতা মোদের,---করিবো
যে গুরু-ঋণ শোধ ?
গুরুদেব !
আজ্ঞা দেহ মোদের,
বল ত্বরা কি আজ্ঞা পালিব
তব।

যুধিষ্ঠির। দেব !
তব দাস আমি।
না বুঝিয়া,
কহিনু অশ্রেষ্ঠ বাক্য,
ক্ষম মোরে। কহ
ত্বরা করি
কি আজ্ঞা পালিব তব।

দ্রোণাচার্য্য। বীর বালক।
বড় তুষ্ট হইনু তব শিষ্টাচারে,

শোন তোমা সবে,—ক্ষত্রিয়
নন্দন বলি
দেহ পরিচয় ;—
সত্বর ঘোষণা দেহ
দুর্য্যোধনে, বল সবে
চাহি আমি পাঞ্চাল-রাজ
মম করতলে।
এই মোর আকিঞ্চন।
ক্ষত্রিয় নন্দন,-পূরাও
বাসনা মম,—দেহ
দক্ষিণা গুরুর।

অর্জ্জুন। গুরুদেব!
এতদিনে পূরিল বাসনা
মোদের,
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা আজি হইবে
সফল।
পূরাইব বাসনা তব ;
প্রাণ ভরি কর আশীর্ব্বাদ।

---সাজ, ---সাজ
বালকগণ ;---অবশ্য আনিয়া
দিব
পাঞ্চালরাজে,---
পূরাইব বাসনা গুরুর।
বাজাও, বাজাও রণভেরী
বীরদর্পে উঠুক মাতিয়া ক্ষত্রিয়
প্রাণ।
গুরুদেব !
চলিলাম,---চলিলাম রণে
পূরাইতে তব আশা।
(ঐ প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। দেব !
দেহ পদধূলি,
ছুটী যাই রণে,
ওই শোন শঙ্খধ্বনি
(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)
---ওই ---ওই যে বাজিছে

রণভেরী,— (নেপথ্যে শব্দ)
আর না তিষ্ঠিতে পারি
হেথা ;—গুরুদেব চলিলাম
রণে
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর
পতন।' (ঐ প্রস্থান)

দ্রোণাচার্য্য। যা'ও যুধিষ্ঠির
রক্ষা কর গুরু আজ্ঞা।
দেখাও অর্জ্জুন তব অস্ত্র
কৌশল
বিস্ময় হইবে জগৎ
যুগে যুগে গাহিবে পাণ্ডব
যশোগান।
(ঐ প্রস্থান)

২য় দৃশ্য।

পাঞ্চাল রাজসভা।

দ্রুপদ, জয়সিংহ।

দ্রুপদ। মন্ত্রীবর!—কহ ত্বরা
কি দেখিলা তোমা সবে।
আসিয়াছে কি শতাধিক
পদাতিক সেনা?
কিংবা, আসিয়াছে চতুরঙ্গদল
হেলাভরে উড়াইতে জয়-ডঙ্কা
কেবা সেই সেনানায়ক,
কি মন্ত্রে দীক্ষা তাহার?
··· বুঝিলাম।
আসিয়াছে সহস্রাধিক,
লক্ষাধিক,
সেই হেতু
আশঙ্কা তব শির লাগি।

জয়সিংহ। সম্রাট!
দেখিলাম বালক।
হেরিলাম দিব্যচক্ষে,—
বালক কেবা?—
বীর সে।
কহিলা পাণ্ডব নন্দন,
'অর্জ্জুন আমার নাম,
আসিয়াছি যুদ্ধ দিতে
পাঞ্চালঈশ্বরে।'
জিজ্ঞাসিনু আমি
কেবা তব সেনা নায়ক, কি মন্ত্রে
দীক্ষা তাহার?
উত্তরিলা বীর,—
'অর্জ্জুন নায়ক তাহার,—
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা যার।'

দ্রুপদ। তারপর?

জয়সিংহ। তারপর কহিলাম করযোড়ে,
যদি কৃপা করি আসিয়াছেন হেথা,

চলুন প্রাসাদে,—
অতিথির যতপূজা হইবে তথায়।
কহিলা অর্জ্জুন,
'রাজারে জানাহ সংবাদ আমার
পাইনু অতিথি পূজা।
যুদ্ধতরে আসিয়াছি হেথা,
সসৈন্যে চাহি আমি তারে
সংগ্রামের স্থলে।—
এই মোর আকিঞ্চন।'

দ্রুপদ। তারপর ?

জয়সিংহ। তারপর জিজ্ঞাসিনু তাহায়,
যুদ্ধ দিতে আসিয়াছ
সেনা তব কোথা ?—
কোথা তব অস্ত্র ?
কহিলা গাণ্ডীব,
'সেনা মোর এই—
দীক্ষা যার অগ্নিমন্ত্রে, অস্ত্র তার
কিবা প্রয়োজন ?

ধনুর্ব্বাণ সহায় মোর
কহ ত্বরা করি, কোথা
রাজ্যেশ্বর।'

দ্রুপদ। ... ...

না জানি কোন গুরু-অপরাধে
পাঞ্চাল-ঈশ্বর আজি হইলা
বিমুখ।—
বহুবার জিনিয়াছি রণে—
কতবীর হইয়াছে ভূতল-শায়িত।
হেনকথা না শুনিনু কভু
'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা যার,—
অস্ত্র তার কিবা প্রয়োজন ?'
মনে হয় অসম্ভব,
কিন্তু
অসম্ভব কিবা আর ?
সখা যার·· নারায়ণ,
গুরু যার দ্রোণাচার্য্য,

দীক্ষা যার অগ্নিমন্ত্রে
তাহা হ'তে অসম্ভব কিবা ?
মন্ত্রী !
ভয় হয় পাছে---

নেপথ্যে-অর্জ্জুন। ভয় কি সম্রাট ?
হও যদি ক্ষত্রিয় নন্দন,
রণ তব চির-আকিঞ্চন।
নিষ্কোষিত করি অসি,
ত্বরা করি দেহ যুদ্ধ
দ্বারে তব আসিয়াছে অরি।

জয়সিংহ। সম্রাট !
ঐ সে শিশু-ভোলানাথ।
যাচে রণ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা তার।

দ্রুপদ। মন্ত্রী !
সাজাও সৈন্য।---ত্বরা করি

(নগরপালের প্রবেশ)

কি সংবাদ ?

নগরপাল। সহস্রাধিক সেনা প্রায় হইয়াছে
শেষ,
বাকী যাহা ছত্রভঙ্গ দিয়াছে
রণে।

দ্রুপদ। ...নারায়ণ এই তব ছিল মনে?
বালক সনে পরাজিত রণে—
পাঞ্চালরাজ।
(যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন এবং
সৈন্যগণের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। পাঞ্চালরাজ!
অতিথি সেবায় মোরা তুষ্ট
হইনু সবে।—
কিন্তু,—একি মহারাজ?
কোথা তব ক্ষত্রচিত আচার?
রণে ভয়?
হেন কথা না শোভে কভু
ক্ষত্রিয় বদনে।

সম্রাট !
গুরু আজ্ঞা বাধি নিতে তোমা।
সেই হেতু বন্দী তুমি।
(দ্রুপদ রাজাকে বাধিতে ইঙ্গিত
করিলে সৈনিকের তথাকরণ)

দ্রুপদ। পাণ্ডব নন্দন !---
কি কহিব আমি ? শিখয়েছে
... দ্রোণাচার্য্য তোমা সবে
অগ্নিমন্ত্রে।--- সেইহেতু জিনিলে
সমরে।
বুঝিলাম এতদিনে,--
দীক্ষা যার অগ্নিমন্ত্রে
অস্ত্র তার নাহি প্রয়োজন।

অর্জ্জুন। রাজ্যেশ্বর !
রাজ্যে তব আসিবারকালে

কহি দিলা ··· গুরুদেব কানে
কানে মোর,
'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা তোর'।
সেই হেতু জিনিনু সমরে।

প্রজানুরঞ্জন



প্রতাপসিংহ। প্রজানুরঞ্জন,—না স্বাধীনতা ?
বুঝিতে না পারি মন্ত্রী,
কেন মম প্রাণ উন্মত্ত সদা
প্রজার মঙ্গল লাগি।
যেন থাকি থাকি বলে দেয় কে,
'ক্ষান্ত দাও রণে।—বৃথা কেন
জীব-নাশ ?
—বীরত্বের নহে ইহা পরিচয়।
বাপ্পাবংশধর কুলে কেন তবে
দিবে এ কলঙ্ক ঢালি ?
যদি চাহ প্রজার মঙ্গল,—
ক্ষান্ত দাও, ক্ষান্ত দাও রণে।'

বক্ষে চাপি ধরি দুই হাত ;
মনে হয়,—
বক্ষ যেন ফাটি যায়,—অসহ্য
বেদনা।
থাকি থাকি—সেই কণ্ঠ বাজে
মোর কাণে,—
যদি চাহ মিবারের মঙ্গল,—
ক্ষান্ত দাও রণে।'
কিন্তু,—
যেদিন—রাজদণ্ড লইনু হাতে
সাক্ষী রাখি ... নারায়ণ,
প্রতিজ্ঞা করিনু—
কত রাজ্যেশ্বর পণ্ডিত মাঝারে,—
মিবারের স্বাধীনতা তরে জীবন-
পণ-মম।—
বিসর্জ্জিয়া সত্য মোর—
কেমনে সাধিব হায়
প্রজানুরঞ্জন ?

ভামাসিংহ। ··· সম্রাট !··· রাজাধিরাজ !—
প্রজানুরঞ্জন হ'তে শ্রেষ্ঠ
স্বাধীনতা ?
বুঝিতে না পারি, কোথা হ'তে
আনিলে এ ভ্রান্তি তব।
কিংবা,
··· রাজ্যেশ্বর বুঝিতে কি
পার নাই
অগ্রে প্রজানুরঞ্জন রাজার
কর্ত্তব্য প্রধান ?
ধিক্ তোমা সবে। ধিক্
প্রজাবৃন্দে মিবারের !
মিলে নরনারী সবে
ঘোর রোলে করুক হাহাকার
ক্রন্দন—
না শুনিবে,—না বুঝিবে কেহ।

প্রতাপসিংহ। যবে শুনিবে সকলে,—
মিবারের রাণা করিয়াছে
আত্মসমর্পন
মোগলের দ্বারে ;—উচ্চৈস্বরে
কহিবে সকলে,
'তুচ্ছ করি মাতৃভূমি গৌরব
সম্মান,—
করিয়াছে আত্ম-সমর্পন ম্লেচ্ছের
করে।'—
দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক
কহিবে সকলে।
বিদ্রুপের-হাসি হাসি কহিবে
প্রৌঢ়জন,
'রণে যদি ভয় এত,—
কেন তবে সাধ রাজ-সিংহাসন
তরে ?'
ক্ষত্রিয় সন্তান হ'য়ে—
কেমনে সহিব ইহা ?

কহ তুমি
কোথা তবে প্রজানুরঞ্জন ?

ভামাসিংহ। রাজন্ !
নহ অবুঝ তুমি। এতকাল
সত্যধর্ম্মে
করিয়াছ প্রজার পালন,—
বীরধর্ম্মে রক্ষিয়াছ সবাকার
সম্ভ্রম।
আজি কেন তবে প্রজার
হিতাহিত ভুলি,
রণতরে হইয়াছ অধীর ?
হের হের দুর্দ্দশা প্রজার।

(জনৈক প্রজার প্রবেশ)

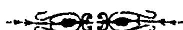
প্রজা। সম্রাট !
দেখিতে পাওনা কি দুর্দ্দশা
মোদের ?
হাহাকার-ধ্বনি বুঝি শোন নাই
কভু ?

বুঝিলাম ;—রণতরে ব্যস্ত তুমি।
প্রজার মঙ্গলে সব দিয়া
জলাঞ্জলি
সাধ তব রক্তে ?—
রক্তে যদি এত সাধ রাণা,—
কহ উচ্চৈস্বরে,--রক্ত রক্ত চাই।
চিড়িয়া বক্ষ,—মিটাইব আশা
তব।
জুড়াইবে সবাকার প্রাণ।
'প্রজানুরঞ্জন' বলি
কেহ করিবে না ব্যাকুল তোমা।
কহ ত্বরা, কিবা তব অভিরুচি।

প্রতাপসিংহ। … নারায়ণ সাক্ষী মম।—
প্রজানুরঞ্জন তরে সন্ধি-ভিক্ষা
যাচিব মোগলের দ্বারে।
(ঐ প্রস্থান)

উভয়ে। জয় হোক্ সম্রাটের।

কবিতা আবাহন



আজি. বইয়ের পাতা খোলা,
এসহে, এসহে, এসহে, আমার
কবিতা এস
দিয়ে, কলমে একটু দোলা-
এসহে, এসহে, এসহে আমার
কবিতা এস।
নব, কুইলের কলম হ'তে
এস, কল্পলোকের রথে
এস, আমার বইয়ের পাতে
নিয়ে, ছন্দরাণীকে সাথে
এসহে, এসহে, এসহে আমার
কবিতা এস।

এস, পয়ার ত্রিপদী মাঝে
এসহে, এসহে, এসহে
নূতন ছন্দ সাজে
এসহে, এসহে, এসহে।

এস, শুধু ভাবের ফোয়ারা নিয়ে
এস, প্রাণের কথাটি ক'য়ে
তোমার, সুন্দর মধুর রসে
আজি, পাগল করিয়া হিয়া
এসহে, এসহে, এসহে আমার
কবিতা এস।

কবির দল



মোরা সব নবীন কবির দল
"তুমি" কবির শিষ্য মোরা
বুকে আছে বল ;---
মোরা সব নবীন কবির দল।
মোদের ভাব্‌না চিন্তা শূন্য হাওয়া
ধার ধারিনা ফলাফল
নাহি জানি অর্থ-টর্থ
নাহি জানি ছন্দ স্বার্থ
নাহি মানি পয়ার টয়ার গো।
আম্‌রা, আপন রোখে, মনের ঝোঁকে
লিখ্‌ছি কবিতা সকল ;—
মোরা সব নবীন কবির দল।

"তুমি" কবির চেলা মোরা
তাকে নিয়ে করি চলাফেরা
সদাই লুটি চরণ-ধূলায় গো।
আমরা স্কন্ধে লয়ে তাঁকে ওগো
ফির্‌ছি ধরাতল ;—
মোরা সব নবীন কবির দল।
তাঁর তপোবণের বানী
বেদের বাক্য সম মানি
তাঁকে পিতা-সম জানি গো।
তাঁহার চরণ স্মরণ করি
লিখ্‌ছি কবিতা সকল ;—
মোরা সব নবীন কবির দল।
আম্‌রা জুটে সারা বেলা
করি নবীন কবির মেলা
গাহি "তুমি" কবির জয় গাঁথা গো।
"পদ্য" রচ্‌তে পটু মোরা
করি কেবল কোলাহল ;
মোরা সব নবীন কবির দল।

সাধের গান

—ঃ০ঃ—

আমি, সারা রাতটী জেগে জেগে এই সাধের গানটী
রচেছি।
আমি, শোনাব বলিয়ে তোমারে ওগো গান্‌টি আমার
রচেছি।
আমি, সারারাত ক্ষণিকের তরে চোখ্‌টি বুজিনি
ওগো আর ;
শুধু, ঘরের ভিতরে বসিয়া বিরলে, গানটি আমার
রচেছি।
টেবিলের পরে রাশি রাশি বই সযতনে ওগো খুলিয়া
তখন, এর, ওর থেকে কিছু কিছু ওগো, টুকে
নিয়েছি নাহি বলিয়া।
আমি বহির সাগর মন্থন করি সাধের অমৃত তুলেছি

মুকুল

আমি, বড় আশা ক'রে রাত্‌টী জাগিয়ে গান্‌টা
আমার রচেছি।
ওগো, গানটী আমার গাঁথা নহে শুধু পরের রচনা
কুড়ায়ে
আছে, হৃদয়ের কথা, বেদনার গাঁথা লাইনে লাইনে
জড়ায়ে।

আলুর-দোষ



(১)

তোমরা সবাই হেসোনা ভাই,—
শুনে তা'র নামটী ;
আম্‌রা সবাই মিলে ডাক্‌তুম তাঁরে,
'দিগ্‌গজ টী টী'।

(২)

বাড়ী ছিল তার বাংলায় বটে,
কিন্তু লোক্‌টা ছিল বড় সিট্‌সিটে ;
যেম্‌নি হাবা তেম্‌নি বোকা
রংটী কালো মিশ্‌মিশে।

(৩)

অনেকগুলো দোষ ছিল তার,—
সবগুলো বলে সাধ্য কার ?
তোমরা সবাই জেনে রাখো ভাই
সবার সেরা যে'টী,
ছিল তার 'আলুর-দোষ'
ভুলনাকো ঐটী।

(৪)

বাজার কর্‌তে সেদিন কাকা,
দিলেন তারে কয়টী টাকা,
আহ্লাদে হেসে হেসে চল্ল 'টী টী'
লম্বা যেন 'আকাশ-ফোরা দিগ্‌গজটী।'

(৫)

ক্ষানিক পরেই শূন্য হাতে
হরষ-মনে আস্‌লো ফিরে ;
বল্লেন কাকা তারে, "ব্যাটা কিরে ?
এক্ষুনি এলি ফিরে ?"

(৬)

দিগ্‌গজ ভায়া ভারী খুসী
বল্লে হেসে,
"এজ্ঞে আমি তো যাই নি বেশী দূরে ?
যেতে যেতে দেখ্‌লুম দ্বারে—
একটী ভিক্ষুক ফেরে,—
সব টাকাটা কল্লুম অমনি দান
তখন আমার বাড়লো একটু মান :
আছে আমার একটু দোষ আলু—থালু
অর্থাৎ আমি দয়া'লু।"

(৭)

শুনে কাকা যান মহারেগে
আমরা বল্লেম আর রেগেই বা কি হবে ?
সবাই মিলে আমরা তখন
হাস্লুম মস্ত হাসি ;
ভাব্লে 'দিগ্গজ' দি পিট্টান
নইলে হ'বে মোর দিন কয়েকের ফাঁসি ;

সাধু-সঙ্গ ।

—০ঃ০—

নাম তার 'হারু-পিসী' খ্যাতি চরাচর,
ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ তিনি করেন বরাবর ;
সেদিন ও জমিল পাঠ, সবার যেন মনোযোগ,
হঠাৎ কহে 'হারু-পিসী,' 'গয়া বৌ যেন জোঁক ;
ও'তো কি শুনিস্ বৌ ? ছিড়ে গেছে বুঝি হার ?
দিস্, স্যাক্‌ড়া ডেকে বানিয়ে দেবো চিকন যেন নাড়'
পরদিন 'হারু-পিসী' গেল গয়লা বৌর ধার,
মাচা হ'তে 'রামায়ণ' পাড়ি বউ কহে, হার নেই আর।

কলাচাচা



(১)

কি একটা ছুটীর দিনে,
আমরা সবাই মিলে
পুকুরপারে কর্‌ছি হল্লা,
এম্নি সময়
"রায়পুরের" "কলাচাচা"
বয়স তার একশো আধা
কর্‌লে ভারি একটা
মজা।

তখন সবে মোদের
সুরু হয়েছে গল্প ;
শুন্‌ছি মোরা
মন্‌টী দিয়ে
সবাই যেন স্তব্ধ,
হঠাৎ থেমে বল্লে কেষ্ট,
ঐ শোন ছপ্‌ ছপ্‌
একটা শব্দ।

(২)

পুকুরপারের নির্জ্জনতায়
উঠ্‌লো যেন মোদের
মন্‌টা ভাটায়,—
ক্ষাণিক পরে
চেয়ে দেখি—
ওমা,-একি ?
পাগ্‌ড়ী মাথায় লাঠি হাতে
'কলাচাচা'
দাড়িয়ে শুধু হাসে।

আমরা সবাই কল্লুম জিজ্ঞেস্‌
চাচা পাগড়ী বেধে মাথায়
চলেছো কোথায় ?
ছি ছি এখন
শ্বশুরবাড়ী যাওয়া
নয়তো যেন
দুপুর রোদে নাওয়া
তোমার যেমন কাজ
রেখে এসো মাথার তাজ
গল্প হবে ভারি আজ।

(৩)

বল্লে চাচা হেকে,
'আরে যা যা
তোরা কেবল চিনিস্ শ্বশুরবাড়ী
আজ তোদের সঙ্গে
হ'বে আমার বিষম আড়াআড়ি,
জানিস্ নে বুঝি ? কাজ হয়েছে
'রায়েদের' বাড়ী,
মাইনে কিন্তু ভারি,
মাসকাবারে কুড়ি সিকি
কাজটী পাড়া' গিরি।

(৪)

আমরা সবাই খুসী হ'য়ে
বল্লুম তাকে
'কলাচাচা' বেশ হয়েছে
গাঁজার মাত্রা দাও বাড়িয়ে
হবে একটু তাজা ;
না'ক সে কথা, এখন
খাওয়াতে হ'বে মোদের
কৃপণতা খাটিয়ো না'কো
নকড়ি তোমার বজায় থাক্বে।

(৫)

বল্লে চাচা একটু হেসে,
'খাওয়া কি অমনি জোটে ?
যদি পারিস্ তোরা
বল্‌তে একটা জিনিষের নাম
তবেই খাওয়াব আম।'

বল্লুম সবাই হেসে,—
হাঁ হাঁ পারবো
আমরা, বল চাচা,
শেষটায় সবাই
আম খাব ঠেসে।

বল্লে চাচা মুচ্‌কি হেসে,
'বল দিখিনি ই, ই, ই
খেতে মিষ্টি কি ?'

—ওমা তাই বা কে জানে ?
বল্‌ছো না তো
পাগল মনে ?

চাচাতো হেসেই খুন,
বল্লে
'পারলিনি,--ছি ছি—
ও'তে হয়
'জিলিপি'।
আচ্ছা এবার
বলতো ঠিক ক'রে
'আ, আ, আ'
খেতে মিষ্টি তা'।

(৬)

সবাই আমরা ভেবে চিন্তে
হয়রাণ হ'য়ে গেলুম,—
অর্থ তার
কি'যে হবে
বুঝ্‌তে না পেরে
বল্লুম,
চাচা এটা তোমার চালাকি
অর্থ তার আর হবে কি ?

(৭)

বল্লে চাচা খুব হেসে,
'আরে 'রাম রাম'
আম খাওয়া
হ'ল না তোদের।
'আ, আ, আ'
অর্থ তার
বাতাসা।

(৮)

অর্থ শুনে সবাই মোরা
অবাক হ'য়ে রইলুন্,
চেঁচিয়ে ডাক্‌লুম্ চাচাকে
চাচা, চাচা, চাচা,—
দূর থেকে সে
বল্লে হেঁকে,
মানে তার
'বাতাসা'।

আদর্শ-মাসিক

নূতন ভাবের আদর্শ-মাসিক
কর্ব্বো বাহির তাড়াতাড়ি,
দাম্‌টী তাহার থাক্‌বে না'কো
গ্রাহক মহলে কাড়াকাড়ি।

একটা কোন বিশেষ ভাষায়
কর্ত্তে গেলে জাহির ;
মেলাই যে'গো সঙ্কীর্ণতা
হবেই তা'তে বাহির।

তাই ভেবেছি সকল ভাষার
কর্ব্বো একটা খিচুড়ী ;
নূতনতর কাঠাম'তো চাই
(কাজেই) তা নইলে আর কি করি ?

"গল্প" আর "কবিতা" মোর
বেরুবে যে'গো হরদমে ;
সমালোচনায় দুষ্ট লেখকে
পিষে ফেল্‌বো কর্দ্দমে ।

ভুবন মাঝে আমার লেখা
বুঝ্‌বে বল কোন্‌জনে ;
বঞ্চিত সে যে'গো বিশ্ব-শুদ্ধ
সকল ভাষার সিঞ্চনে ।

যারা হ'বে গো আমার ভক্ত
দেখ্‌বে ফল হাতে হাতে ;
তাদের "পদ্য" ছাপাব সদা
পত্রিকার মুখপাতে ।

যদি নাও মোর চরণে স্মরণ
তবেই ফোট্‌বে জোছনা ;
লেখার ভার নেব'গো আমি
তোমার ভাব্‌তে হ'বে না ।

মুকুল

আমার লেখা জমায় আসর
বাজায় মধুর খঞ্জনী ;
ওগো. সে যে সকল দেশের
সকল ভাষার ঝন্‌ঝনি।

— সম্পাদক

আদর্শ-মাসিক

আদর্শ-সমাজ

আমরা সবাই নূতনতর
সমাজ-সংস্কারের বংশ ;
আহারেতে নেই বাছবিচার
মোরা সবাই পরমহংস।

হিঁদুদের অই সমাজখানা
এবার দিবগো দিবগো হানা
শুনবো না'ক কারো মানা
কর্ব্বো গো এবার কর্ব্বো ধ্বংস।

এবার দেখ্‌বো বামুনদলের
হৃদয়-মাঝে শক্তি কত ;
মার্ব্বো গুত সমাজখানির বুকে
"মেসিন গানের" "শেলের" মত।

কোথা হে, ওগো, ও সমাজ খুড়ো
এসনা, এক ঘুসিতে কর্ব্বো গুড়ো ;
রামী, শ্যামী, বিন্দি পিসি আদি
এসনা দেখি, আছগো যত।

তুল্সী গাছ উপ্ড়ে ফেলে
ক্রোটনের সারি রুপ্বো ;
সিংহাসনচ্যুত করি ও'গো
শালগ্রামেতে গুলি খেল্বো।

শাস্ত্র কর্ব্বো ভারত সাগরে মগ্ন
দেবালয় আদি সবই কর্ব্বো ভগ্ন
আদর্শ মোদের শাস্ত্রখানি
সবার সাম্নে মেল্বো।

জয়মাল্য

(১)

রাজার সভায় 'শেখর' কবি
ধরিয়াছে আজি তান ;
স্বর্ণখোচিত সিংহাসনে বসি
মুগ্ধ পরাণখান।

(২)

কবির মুগ্ধ সুললিত তান
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজে ;
কোকিলের কুহু, পাপিয়ার পিউ
মরমে মরিছে লাজে !

(৩)

ভাবের আবেশে মুগ্ধ রাজন্
বলিল আপনি, 'আহা' ;
সভাতে যতেক সভাসদ্ ছিল
কহিল সবাই, 'বাহা'।

(৪)

ধীরে ধীরে তান গগনে উঠিছে
ধীরে ধীরে নামিছে ;
মলয়ের সনে কাছে কাছে আসি
মিলাইয়া দূরে পড়িছে।

(৫)

কোকিলের তানে মিলায়ে পড়িছে
নারদের বীণা যথা ;
সে গানের তানে বাহিরিয়া পড়ে
মরমের যত ব্যাথা।

(৬)

এমন সময় ভাবেস্থিত প্রায়
কবির শ্রবণে পশে ;
রুণু ঝুনু ঝুনু নুপুর বাজায়ে
কে যেন নিকটে আসে।

(৭)

রাজার বালা হীরকের মালা
কণ্ঠ উপরি দোলে ;
'অপরাজিতা' মহারাজসুতা
পরদা আড়ালে।

(৮)

হঠাৎ কবির কি যেন কি দেখি
শিহরিয়া উঠে হিয়া ;
তখনি কবির গানের মাধুর্য্য
গেল সব হারাইয়া

(৯)

ভেঙ্গে গেল মান ভেঙ্গে গেল তান
'তানপুরা' ল'য়ে উঠে ;
'আজ আর নয়' বলি গেল কবি
দাড়ায়ে রাজার কাছে।

(১০)

তবে কবি এসে আপন বাটিতে
বসিয়া লাগিল ভাবিতে ;
'কাহার চরণ কমল ছায়া
পড়েছিল মাটিতে ।

(১১)

কাহার চরণ নুপুর বাজিল
কোকিল হারাল যাহা ;
হৃদয় মন্দির ধ্বনিত করিয়া
রুণু ঝুনু বাজে আহা ।'

(১২)

নিত্য রাজারে শুনাইতে হয়
নূতন নূতন গান ;
সেদিন হইতে সকল গানের
হারায়ে ফেলিল তান ।

(১৩)

দিন কতপরে 'পরেশনাথ'
দিগ্বিজয়ী মহাকবি ;
বলিল আসিয়া নমিয়া রাজায়
'একটী আছেক্ দাবী ।

(১৪)

বহুদূর হতে আসিয়াছি আমি
দেখিবারে মহারাজ :
তোমার কবির কতই ক্ষমতা
দ্বন্দ্ব করিব আজ ।'

(১৫)

রাজা'ত একেই রাগিয়া আছেন
'শেখর' কবির পড়ে ;
পারে নাই সে'ত শুনাইতে গান
আজ ক'দিন ধরে ।

(১৬)

ভাবিলেন এই সুযোগে বেটারে
লাজ দিব সবার মাঝ ;
'শেখরে' ডাকিয়া শুধাইলেন,
'গাইতে পার কি আজ ?'

(১৭)

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন বাজ
বলিল সে গম্ভীর স্বরে ;
'কাল দেখা যাবে আজ পারিব না'
ভয় কম্পিত স্বরে ।

(১৮)

পরদিন দুই গায়ক আসিয়া
নমিল সবার পায় ;
দোঁহে বার বার ফিরে লোকপানে
সবা হ'তে বর চায় ।

(১৯)

মনেতে 'শেখর' ডাকে রাজবালা
'অপরাজিতা' নাম,
'বলদাও ওগো, জিনি যেন আমি
তবে সার্থক নাম কাম।'

(২০)

এমন সময় বাজিল বাদ্য
শত সহস্র ভেরী;
নৃপতি আসিয়া বসিলেন ধীরে
সিংহাসনোপরি।

(২১)

উঠি 'পরেশনাথ' গাহিতে লাগিল
লয়ে তার 'তানপুরা';
যত সভাসদ্ পুত্তলিকাবৎ
নিজে নৃপ আধ্‌মরা।

(২২)

তারপর 'শেখর' কবি আসিয়া
গাহিতে লাগিল গান ;
হৃদয়-মন্দির ধ্বনিত করিয়া
মুগ্ধ ঝঙ্কারে তান।

(২৩)

দিনের আলো অস্তাচলে মিশে
স্তব্ধ ধরণীতল ;
'শেখর' কবির গান্‌টী সেদিন
মিশেছিল অবিকল।

(২৪)

বিহগ বিহগী কুলায় ফিরিয়া
তরু শাখে ব'সে চায় ;
পুনঃ পুনঃ তান সপ্তমে চড়িয়া
পুনঃ পুনঃ লয় পায়।

(২৫)

যদিও সেদিন হয়েছিল ভাল
'শেখর' কবির গান ;
আপনি নৃপতি 'পরেশনাথে'
জয়মালা করে দান।

(২৬)

এমন সময় আড়াল হইতে
গর্জ্জি উঠিল রাজ-বালা ;
'একি মহারাজ কেমন বিচার
'পরেশ' কি পাবে মালা ?'

(২৭)

নিজ কণ্ঠ হ'তে খুলিয়া মালা
'শেখর' কবির গলে ;
নিজহাতে নিয়া সভার মাঝারে
দুই হাতে দিল তুলে।

(২৮)

লাজে অধমুখ্ রাজা, রাজত্ব
বুঝি পেয়ে গেল লয় :
চারিদিক্ হ'তে সকলে গায়
'জয় শেখর কবির জয়।'

ভদ্রতা।

—:০:—

সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক বাঙ্গালী নন্দন,
সাধ করি যান তিনি পশ্চিম ভ্রমণ ;
অজানা বিদেশ সে যুবক পড়িল বিপদে,
ক্ষুব্ধমন, হঠাৎ এক বন্ধু পড়িল নজরে ;
কহে বন্ধু মিষ্টি সুরে, "ভায়া ভাল তো ?"
"আর ভাল ? দু'দিন খাইনি, খাবার আছে কি জো ?'
বন্ধু কহে, 'যাও হোটেল, শঙ্করগিরি এ হোটেল তারই
খেয়ে দেয়েই বাসায় মোর এসো, গল্প হবে ভারি।"

আহ্বান

(দেশে) মানুষ কি আর হবে ?
মায়েরে পূজিতে আর নাহি ছুটে সবে।
দেউলে মলিন বাতি
কাটেনি দুঃখের রাতি
সকলের মিলন-আশা কতই দূরে রবে।
ধীরে ধীরে গেল সবে
এখনো ঘুমুবে ?
(দেখ) সকল ধরা মেতেছে আনন্দ উৎসবে।
বেদনার সকল ভুলে
বড় আশার প্রদীপ জ্বেলে
(এ) 'পাগল' ডাকিছে আজি এস কারা যাবে।
শুভদিন এসেছে ভাই
আর কি এমন পাবে ?
চমকি তূর্য্যনাদে সূর্য্যচাঁদে
আয়রে ডঙ্কা দিয়ে সবে।

সমাপ্ত।